ঝাড়ফুঁক ও জাদুর চিকিৎসা

(বদনজর, জ্বিনের আসর ও কু-প্রভাব থেকে মুক্তির প্রতিকার)

মূল

শাইখ ওয়াহীদ বিন আব্দুস্ সালাম বালী

অনুবাদ

শাইখ মতীউর রহমান মাদানী

(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক,
ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, দাম্মাম সৌদিআরব)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাজশাহী-বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

ভূমিকা ৯-১২

প্রথম অধ্যায়: ১৩-১৫

➲ জাদুর সংজ্ঞা ১৩

¤ জাদুর শাব্দিক অর্থ ১৩

¤ জাদুর শারঈ (পারিভাষিক) অর্থ ১৪

➲ জাদুর উৎস ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: ১৬-৩৬

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাদুর মর্মকথা- ১৬

আল্ কুরআন হতে দলীলসমূহ ১৬

হাদীস দ্বারা জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ ১৮

জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ ২২

আল-কুরআন থেকে দলীল ও প্রমাণ ২২

হাদীস হতে কতিপয় প্রমাণ ২৫

সংশয় ও তার নিরসন ২৭

বিদ্বানগণের অভিমত ৩১

তৃতীয় অধ্যায়: ৩৭-৪০

➲ জাদুর প্রকারভেদ ৩৭

ইমাম রাযীর মতে জাদুর প্রকারভেদ ৩৭

ইমাম রাগিবের মতে জাদুর প্রকারভেদ ৩৭

¤ জাদুর প্রকরণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ ৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ৪১-৫১

¤ জাদুকরদের জ্বিন উপস্থিত করার পদ্ধতি ৪১

¤ জাদুকর কীভাবে জ্বিনদের উপস্থিত করে? ৪৩

¤ জাদুকরদের চেনার উপায় ৫০

পঞ্চম অধ্যায় ৫২-৬১

➲ ইসলামের দৃষ্টিতে জাদুর বিধান ৫২
¤ ইসলামী শরীয়তে জাদুকরের বিধান ৫২
¤ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাদুকরদের বিধান ৫৫
¤ জাদুর দ্বারা কি জাদুর প্রতিকার করা যায়? ৫৬
¤ জাদুবিদ্যা গ্রহণ করা কি বৈধ? ৫৭
¤ জাদু, কারামত এবং মু'জিযায় পার্থক্য ৬১

ষষ্ঠ অধ্যায় ৬২-১১৯

➲জাদুর প্রতিকার ৬২
প্রথম প্রকার জাদু **৬৪**
¤ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জাদু ও তার প্রতিকার ৬৪
¤ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জাদুর কতিপয় লক্ষণ ৬৬
¤ বিচ্ছিন্নতার জাদু কীভাবে হয়ে থাকে? ৬৬
¤ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জাদুর চিকিৎসা ৬৭
☙ প্রথম স্তর: চিকিৎসার পূর্বে ৬৭
☙ দ্বিতীয় স্তর: চিকিৎসা ৬৮
☙ তৃতীয় স্তর: চিকিৎসার পর ৭৫
¤ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জাদুর চিকিৎসার দৃষ্টান্ত ৭৬
দ্বিতীয় প্রকার জাদু ৮৬-৯১
¤ প্রেম সৃষ্টিকারী জাদু ৮৬
¤ ভালোবাসা সৃষ্টিকারী জাদুর লক্ষণসমূহ ৮৭
¤ প্রেম–প্রীতি সৃষ্টিকারী জাদু কেমন করে হয়? ৮৭
¤ প্রেম-প্রীতি সৃষ্টিকারী জাদুর উল্টো প্রতিক্রিয়া ৮৭
¤ প্রেম-প্রীতি সৃষ্টিকারী জাদুর কারণসমূহ ৮৮
¤ প্রেম-প্রীতি সৃষ্টিকারী বৈধ জাদু ৮৯
¤ প্রেম-প্রীতি সৃষ্টিকারী জাদুর চিকিৎসা ৯০
¤ প্রেম-প্রীতি সৃষ্টিকারী জাদুর চিকিৎসার একটি নমুনা ৯১
তৃতীয় প্রকার জাদু **৯২-৯৪**
¤ নজরবন্দীর (ভ্রম সৃষ্টিকারী) জাদু ৯২
¤ নজরবন্দীর জাদুর লক্ষণসমূহ ৯২
¤ নজরবন্দীর জাদু কীভাবে হয়? ৯২

¤ নজরবন্দীর জাদু বিনষ্টকরণ ৯৩
¤ নজরবন্দীর জাদু বিনষ্টকরার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত ৯৩
চতুর্থ প্রকার জাদু ৯৫-৯৮
¤ পাগলকরা জাদু ৯৫
¤ পাগলরা জাদুর লক্ষণসমূহ ৯৫
¤ পাগলকরা জাদু কীভাবে হয়? ৯৬
¤ পাগলকরা জাদুর চিকিৎসা ৯৬
¤ পাগলকরা জাদুর চিকিৎসার বাস্তব দৃষ্টান্ত ৯৮
পঞ্চম প্রকার জাদু ৯৯-১০০
¤ অলসতার জাদু ৯৯
¤ অলসতার জাদুর লক্ষণসমূহ ৯৯
¤ অলসতা জাদু কেমন করে হয়? ৯৯
¤ অলসতার জাদুর চিকিৎসা ৯৯
ষষ্ঠ প্রকার জাদু ১০১-১০২
¤ অজানা আওয়াজের জাদু ১০১
¤ অজানা আওয়াজ শুনা জাদুর কতিপয় লক্ষণ ১০১
¤ এই প্রকার কীভাবে করা হয়? ১০১
¤ এই প্রকার জাদুর চিকিৎসা ১০১
সপ্তম প্রকার জাদু ১০৩-১১০
¤ কাউকে শারীরিকভাবে রোগী বানিয়ে দেওয়ার জাদু ১০৩
¤ এই জাদু কীভাবে হয়ে থাকে? ১০৩
¤ এই প্রকার জাদুর চিকিৎসা ১০৬
¤ শারীরিকভাবে রোগী বানিয়ে দেওয়া জাদুর চিকিৎসার কতিপয় দৃষ্টান্ত ১০৮
অষ্টম প্রকার জাদু ১১১-১১২
¤ ইসতিযারে (জরায়ু হতে অনিয়মিত দীর্ঘ মেয়াদী রক্তস্রাব) জাদু ১১১
¤ ইসতিহাযা কাকে বলে? ১১২
¤ ইসতিহাযা জাদুর চিকিৎসা ১১২
¤ ইসতিহাযা জাদুর চিকিৎসার বাস্তব দৃষ্টান্ত ১১২
নবম প্রকার জাদু ১১৩-১১৯
¤ বিয়ে ভাঙ্গার জাদু ও তার লক্ষণসমূহ ১১৩
¤ এই জাদু কীভাবে হয়ে থাকে ১১৩

⌑ এই ধরনের জাদুর চিকিৎসা ১১৪
⌑ বিয়ে ভাঙ্গা জাদুর চিকিৎসার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত ১১৬
⌑ জাদুর বিষয়ে কতিপয় গুরত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ ১১৮

সপ্তম অধ্যায়: ১২০-১৪৩

⌑ স্ত্রী সহবাসে হঠাৎ অপারগ হওয়ার জাদু ও তার চিকিৎসা ১২০
⌑ মহিলার সহবাসে অপারগতা ১২০
⌑ সহবাসে অপারগকারী জাদুর চিকিৎসা ১২২
⌑ যৌন শক্তি হ্রাস হওয়ার জাদু, যৌন দুর্বলতা এবং পুরুষত্বহীনতার মধ্যে পার্থক্য ১২৬
⌑ যৌন শক্তির দুর্বলতার চিকিৎসা ১২৬
⌑ নিঃসন্তান হওয়া বা বন্ধ্যাত্বের প্রকরণ ১২৭
⌑ পুরুষের নিঃসন্তান হওয়া ১২৭
⌑ জাদুর কারণে বন্ধ্যাত্বের কতিপয় লক্ষণ ১২৭
⌑ মহিলার বন্ধ্যাত্ব ১২৮
⌑ জাদুর বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা ১২৯
⌑ দ্রুত বীর্যপাত হওয়ার চিকিৎসা ১৩০
⌑ জাদুর আক্রমণ হতে রক্ষার উপায় ১৩২
⌑ জাদু প্রতিরোধের উপায়সমূহ ১৩৪
⌑ যৌন ক্ষমতা নষ্টকারী জাদুর চিকিৎসার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত ১৪২
⌑ যৌন ক্ষমতা নষ্টকারী জাদুর প্রকোপে অনেকে পাগল হয়ে যায়- ১৪৩

অষ্টম অধ্যায় ১৪৪-১৬০

বদনজর লাগা ও তার চিকিৎসা ১৪৪
কুরআন দ্বারা বদনজরের কুপ্রভাবের প্রমাণ ১৪৪
হাদীস দ্বারা বদনজরের কুপ্রভাবের প্রমাণ ১৪৬
⌑ বদনজর সম্পর্কে বিদ্বানগণের মতামত ১৪৯
⌑ বদনজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য ১৫২
⌑ জ্বিনের বদনজর মানুষকে লাগতে পারে ১৫৩
➲ বদনজরের চিকিৎসা ১৫৪
⌑ বদনজরের গোসলের পদ্ধতি ১৫৫
⌑ বদনজরের চিকিৎসার গোসলের প্রমাণাদি ১৫৫
⌑ বদনজরের চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত ১৫৯

ভূমিকা

জাদু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ওলামাদের ওপর গুরুদায়িত্ব রয়েছে যে, এই সম্পর্কে তাঁরা গবেষণা করবেন এবং কলম ধারণ করবেন। কারণ, এটা এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা সর্ব সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু পেশাদার জাদুকররা দিবারাত্রি ধ্বংসাত্মক ও বিপর্যয়ের কাজে লিপ্ত রয়েছে। আর তাও অল্প পয়সার উদ্দেশ্যে, যা তারা বদ প্রকৃতি মানুষদের হতে হাসিল করে থাকে। এরা এমন জঘন্য লোক যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ রাখে এবং মুসলিম ভাই জাদুর প্রতিক্রিয়ায় যে কোনোভাবে ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে ছটফট করতে থাকলে তারা নিজ অন্তরে শান্তি অনুভব করে থাকে।

সমস্ত মুসলিম বিদ্বানের প্রতি আবশ্যক এই যে, তাঁরা যেন শুধু জাদুর ভয়াবহতা ও অনিষ্ট হতে মানুষকে সাবধান করার ওপর ক্ষান্ত না হন বরং তাদেরকে যেন জাদুর প্রতিরোধক শরিয়তসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। যাতে করে মানুষ বাধ্য হয়ে জাদুর প্রতিক্রিয়া বিনষ্টকরণের উদ্দেশ্যে জাদুকরদের শরণাপন্ন না হয়, আর না তাদের নিকট কোনো প্রকার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যায়। সুতরাং এই যে আমার (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাদুর চিকিৎসা) নামক পুস্তক, এটা আপনার সমীপে পরিবেশন করছি।

এই পুস্তকের কথা, পূর্বে আমার ‘জ্বিন ও শয়তান থেকে মানুষের বাঁচার উপায়’ নামক পুস্তকে আলোচনা করেছিলাম। যার পর চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর এটাও আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং একজন নগণ্য ব্যক্তির পরিশ্রম। আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধু এই, মুসলিম ভাইবোন যেন জাদুর শরীয়তসম্মত চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এছাড়াও হিংসা ও বদনজরের (কুদৃষ্টি) চিকিৎসাও নিজেই করে নিতে সক্ষম হয়। এইভাবে মানুষ যেন জাদুকর ও মিথ্যুক গুণী ও ওঝাদের ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এরা এমনই দাজ্জাল প্রকৃতির মানুষ, যারা মুসলিমদের আক্বিদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও ইবাদতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাত-দিন মেতে রয়েছে। এই পুস্তকটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। যথা-

প্রথম অধ্যায়

জাদুর সংজ্ঞা

- ➢ ১. আরবী ভাষায় জাদু কাকে বলে?
- ➢ ২. কাব্যের পরিভাষায় জাদুর অর্থ।
- ➢ ৩. জাদুকরদের কতিপয় উপায়-উপকরণ যা তাদেরকে শয়তানের নিকট পৌঁছে দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাদুর মর্মকথা: এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা করা হয়েছে-

- ১. কুরআন-হাদীস হতে জ্বিনদের অস্তিত্বের ওপর দলীল ও প্রমাণ।
- ২. কুরআন-হাদীস হতে জাদুর বাস্তবতার ওপর দলীল ও প্রমাণ।
- ৩. জাদু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত।

তৃতীয় অধ্যায়

জাদুর প্রকরণ: এই অধ্যায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

- ❖ ১. ইমাম রাযীর নিকট জাদুর প্রকরণ।
- ❖ ২. ইমাম রাগিবের মতে জাদুর প্রকরণ।
- ❖ ৩. জাদুর প্রকরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

চতুর্থ অধ্যায়

জাদুর দ্বারা জ্বিনকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়

এখানে আটটি নিয়ম-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা জাদুকররা বিতাড়িত জ্বিনকে উপস্থিত করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। তবে উক্ত পদ্ধতিসমূহ এইপুস্তকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়নি, যাতে করে কোনো অবুঝ পাঠক তার বাস্তব রূপ দেওয়ার মত ভুল না করে বসে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী শরীয়াহ বিধানে জাদুর বিধি-বিধান: এতে আমি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি

- ১. ইসলামের দৃষ্টিতে জাদুবিদ্যা শিক্ষার বিধান কী?
- ২. ইসলামের দৃষ্টিতে জাদুকরের শাস্তি কী?
- ৩. ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মে জাদুর শাস্তি কী?
- ৪. জাদুর দ্বারা জাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট করা যাবে কিনা?
- ৫. জাদুর এবং মু'জিযা ও কারামতের মাঝে পার্থক্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্টকরণ: এতে আমি নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছি,

- ১. একে অপর থেকে বিচ্ছেদ করার জাদু। তার নিয়ম-পদ্ধতি, তাকে নষ্ট করার উপায় এবং তার চিকিৎসার বাস্তব কতিপয় দৃষ্টান্ত।
- ২. মন-মানসিকতার জাদু। তার পদ্ধতি, তাকে নষ্ট করার উপায় এবং তার চিকিৎসার কতিপয় দৃষ্টান্ত।
- ৩. জাদুর দ্বারা পাগল করে দেওয়া। তার পদ্ধতি এবং তার চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত।
- ৪. ভালোবাসার জাদু। তার পদ্ধতি এবং তার চিকিৎসার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

সপ্তম অধ্যায়

- ১. পুরুষত্বের বাঁধনের প্রকরণ।
- ২. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পুরুষত্ব বন্ধনের চিকিৎসা ও সুন্নাত সম্মত দু'আসমূহ।
- ৩. পুরুষত্ব বন্ধন ও যৌন শক্তি দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য।
- ৪. কয়েক প্রকার বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা।
- ৫. পাত্র ও পাত্রী (বর-কনে) কে কীভাবে জাদু হতে সুরক্ষিত রাখা যায়।
- ৬. পুরুষত্ব বন্ধনের চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত।

জাদুর শারঈ (পারিভাষিক) অর্থ :

❖ **ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী** বলেন, জাদুর শারঈ সংজ্ঞা হলো, তা এমন কাজ যা গোপনীয় এবং যা আসল রূপের বিপরীত মনে হয়। অথবা এটাও বলতে পারেন যে, জাদু প্রতারণা এবং প্রলেপের অপর নাম।[৫]

❖ **আল্লামা ইবনে কুদামা** (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেন, জাদু ও ঝাড়ফুঁক কতিপয় শব্দের নাম, উক্ত শব্দসমূহ লিখিত হোক বা মৌখিক উচ্চারিত হোক। যার দ্বারা এমন কাজ সম্পাদিত হয় যা জাদুগ্রস্থ ব্যক্তির দেহের অথবা হৃদয় ও মস্তিষ্কের ওপর সরাসরি প্রতিক্রিয়া করে।

জাদুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। জাদু বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকার জাদু যা দ্বারা মানুষকে হত্যাও করা হয়। আরও এক প্রকার জাদু রয়েছে, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে ব্যাধিগ্রস্থ করে দেওয়া হয়। অপর এক ধরনের জাদু দ্বারা মানুষকে নপুংসক বানিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে সে নিজ স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয়ে পড়ে। আরও এক ধরনের জাদু রয়েছে, যা দ্বারা স্বামীস্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হয়। অপর এক প্রকার জাদু রয়েছে, যা দিয়ে এক ব্যক্তিকে অপরের শত্রু বানিয়ে দেওয়া হয় অথবা ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।[৬]

❖ **আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম** (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেন, জাদু নোংরা ও অসৎ আত্মাসমূহের প্রতিক্রিয়ার নাম। অনুরূপ জাদু আত্মার প্রাকৃতিক অপশক্তির প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ।[৭]

জাদুর উৎস: শয়তান ও জাদুকরের মধ্যে একটি চুক্তি হয়ে থাকে যে, জাদুকর কতিপয় হারামকৃত কাজে এবং শিরকে লিপ্ত হবে, যার ফলে শয়তান তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

জাদুকরদের কতিপয় কার্যক্রম তাদেরকে শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়। কতক জাদুকর এমন রয়েছে, যারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে পায়ে বেঁধে শৌচাগারে যায়। কতক জাদুকর এমন রয়েছে, যারা কুরআনের আয়াত পায়খানা-পেশাব দ্বারা লিখে। কতক জাদুকর কুরআনের আয়াতসমূহকে ঋতুস্রাব দ্বারা লিখে থাকে। কতক জাদুকর এমন রয়েছে, যারা নিজ নিজ পায়ের পাতায় কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে থাকে। কতক জাদুকর সুরাহ

---

৫. মিসবাহুল মুনির ২৬৮পৃ.।
৬. আল মুগনী ১০/১০৪পৃ.।
৭. যাদুল মাআদ ৪/১২৬।

ফাতিহাকে উল্টো করে লিখে থাকে। কতক জাদুকর বিনা অজুতে সালাত পড়ে থাকে। কতক জাদুকর সর্বদা অপবিত্র অবস্থায় থাকে। কতক জাদুকর শয়তানের নামে পশু জবেহ করে থাকে। অতঃপর জবেহকৃত পশুটিকে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করে, যার নির্দেশ শয়তান দিয়ে থাকে। আবার কতক জাদুকর এমন রয়েছে, যারা তারকার পূজা করে থাকে। কতক জাদুকর নিজ মাতা এবং কন্যার সাথে ব্যভিচার করে থাকে এবং কতক এমন রয়েছে যারা তাদের মন্ত্রগুলো এমন ভাষায় লিখে, যা বোধগম্য নয় যাতে কুফর ও শিরক থাকে।

এখানে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জ্বিন ততক্ষণ পর্যন্ত জাদুকরকে সাহায্য করে না, যতক্ষণ তার বিনিময়ে যথেষ্ট পরিমাণ লাভবান না হতে পারে। সুতরাং জাদুকর যত বেশী কুফরি কাজে অগ্রসর হবে, ততই বেশি শয়তান তার আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকবে এবং তার ইঙ্গিতে চলবে। আর যখন জাদুকর শয়তানের নির্দেশনাবলী পালনে অলসতা করে, তখন শয়তানও তার আহ্বানকে অবজ্ঞা করে এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করে। জাদুকর এবং শয়তান একে অপরের এমন বন্ধু যারা উভয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে একমত। যদি আপনি জাদুকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে আমার উপরিউক্ত কথাগুলোর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনি অনুভব করতে পারবেন যে, তাদের মুখমণ্ডলের ওপর এমনিভাবে কুফরির কুপ্রভাব ছেয়ে রয়েছে যেন তা, একটি ভয়ঙ্কর কালো মেঘের অংশবিশেষ। আপনি যদি জাদুকরকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেন তাহলে দেখবেন যে, সে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে অত্যন্ত কষ্টের জীবনযাপন করছে এবং সে মানসিক পীড়ায় অশান্তির শিকার হয়ে আছে। সে কোনো সময় নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না এবং অন্তরে কোনো রকম প্রশান্তিও হাসিল হয় না। বরং সে ঘুমন্ত অবস্থায় বার বার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ওপরন্তু শয়তান জাদুকরদের পরিবার-পরিজনদের অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রনা দিয়ে থাকে এবং তাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহর চিরসত্য বাণী-

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا﴾

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ হবে তার জীবন হবে সংকুচিত।"[৮]

৮. সূরাহ ত্বা-হা-২০:১২৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাদুর মর্মকথা

১. একথা সত্য যে, শয়তান ও জ্বিনের অস্তিত্ব রয়েছে। জ্বিন এবং জাদু এক অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বরং মনে রাখা উচিত যে, শয়তানই জাদুর মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যারা জ্বিনের অস্তিত্বেও অস্বীকার করেছে, তারা জাদুকেও অস্বীকার করে ফেলেছে। তাই আমি জ্বিনের এবং শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কতিপয় দলীল ও প্রমাণ পেশ করব।

(১) **আল্ কুরআন হতে দলীলসমূহ :**

﴿وَإِذْصَرَفْنَاإِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ﴾

(ক) '(তুমি স্মরণ করো,) যখন আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা মনোযোগ সহকারে কুরআনের আবৃত্তি শুনছিল।'[৯]

﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا﴾

(খ) "অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই রাসূলগণ আগমন করে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেননি কি? এবং তাঁরা কি তোমাদেরকে এই দিবসের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সর্তক করেননি?"[১০]

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾

---

৯. সূরাহ আল্ আহক্বাফ-৪৬:২৯।
১০. সূরাহ আনআম-৬:১৩০।

শয়তান ও জ্বিনের বিষয়টি আল-কুরআনে বহু স্থানে আলোচিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এতটাই জেনে রাখা যথেষ্ট যে, পবিত্র কুরআনে একটি সূরাহ রয়েছে যার নামকরণই হয়েছে 'আল জ্বিন' এবং 'জ্বিন' শব্দটি আল কুরআনে ২২ বার ব্যবহার হয়েছে। আর (الجان)'আল জ্বান' শব্দটি ৭ বার ব্যবহার হয়েছে। আর 'শয়তান' (الشَّيْطَانِ) শব্দটি কুরআনে ৬৮ বার ব্যবহার হয়েছে এবং 'শায়াতীন' (الشَّيَاطِين) শব্দটি বহুবচন ১৭ বার উল্লেখ হয়েছে। তাহলে এটা প্রতীয়মান হলো যে, জ্বিন এবং শয়তানের অস্তিত্ব কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

(২) হাদীস দ্বারা জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ

(ক) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেন যে, রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে এক রাতে হঠাৎ করে আমাদের মাঝে থেকে গা ঢাকা দিলেন। সুতরাং আমরা তাঁকে সন্ধান করতে আরম্ভ করলাম। আশে-পাশে সমস্ত উপত্যকা ও পাহাড়ের ঘাঁটি খুঁজে ফেললাম কিন্তু নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেলাম না। তখন আমরা ভাবলাম যে, নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেঅপহরণ করা হয়েছে অথবা হত্যা করা হয়েছে। সেই রাত্রিটি আমাদের বড়োই অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যেই কাটল। ভোর হলে দেখি যে, তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিরা নামক পর্বতের দিক হতে আগমন করছেন। তাঁকে (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতেই আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি আমাদের থেকে গোপন হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমরা আপনাকে অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু আপনাকে আমরা কোথাও পেলাম না। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে একজন জ্বিনের দূত এসে আমাকে সাথে নিয়ে যায় এবং তাদের সামনে কুরআন পাঠ করে শুনায়। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেন, রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্বিনদের নিদর্শনসমূহ ও আগুন জ্বালাবার স্থানটি আমাদের দেখান। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেন, জ্বিনদের আহার কি? নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে সমস্ত হাড়, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় (সেই পশুর হাড় যাকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়) সেই সব হাড় মাংসে ভরে যায় এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর গোবর তাদের পশুর খাদ্য। সুতরাং নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের আদেশ করলেন

উকাজের বাজারে রওয়ানা হচ্ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সালাত (নামায) পড়ালেন। জ্বিনদের কর্ণে যখন আল-কুরআনের ধ্বনি পৌঁছলো তখন তারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বলতে লাগলো যে, আল্লাহর শপথ! এটাই সেই বিষয়, যা আমাদের আকাশের সংবাদ শুনতে বাধা সৃষ্টি করছে।

সুতরাং জ্বিনেরা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলতে লাগলো, "আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথনির্দেশ দান করে, ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার কোনো অংশী স্থাপন করব না।" অতঃপর মহান আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সূরাহ 'আল জ্বিন' অবতীর্ণ করলেন এবং জ্বিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করালেন।[১৮]

(ঘ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ফেরেশতাদের নূর (আলো) হতে, জ্বিনদের অগ্নিশিখা হতে এবং আদম (আলাইহিস সালাম) কে এমন বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।[১৯]

(ঙ) সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

নিশ্চয় শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় চলাফেরা (বিচরণ) করে।[২০]

(চ) আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখনই খাবার খাবে, তখন যেন ডান হাতে খায় এবং যখনই পানি পান করবে, তখন যেন ডান হাতে পান করে। কারণ, শয়তান নিজ বাম হাত দ্বারা পানাহার করে।[২১]

---

১৮. সহীহ বুখারী ২/২৫৩, মুসলিম ৪/১৬৮।
১৯. মুসনাদ আহমাদ ৬/১৫৩, ১৬৮, সহীহ মুসলিম ১৮/১২৩।
২০. বুখারী হা/২০৩৮, ৪/২৮২, মুসলিম ১৪/১৫৫।
২১. মুসলিম ১৩/১৯১।

(ছ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে কোনো শিশু ভূমিষ্ট হলে শয়তান তার পাঁজরে ধারালো বস্তু দ্বারা খোঁচা (আঘাত) দেয়। ফলে শিশু চিৎকার করতে থাকে। তবে ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর মাতা এর ব্যতিক্রম।[২২]

(জ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত (ফজর সালাত বাদ দিয়ে) শুয়ে থাকে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা এমন ব্যক্তি যার কর্ণে শয়তান পেশাব করে দেয়।[২৩]

(ঝ) আবু কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ»

ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বপ্নে অপছন্দনীয় জিনিস দেখে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এমনটি করলে সেই মন্দ স্বপ্ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারবে না।[২৪]

(ঞ) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ »

তোমাদের কেউ যখন হাই তুলবে, যখন যেন নিজ হস্ত দ্বারা মুখ বন্ধ করে নেয়। কারণ, (এমনটি না করলে) শয়তান মুখ গহ্বরে প্রবেশ করে।[২৫]

উপরিউক্ত বিষয়ের ওপর বহু হাদীস রয়েছে। কিন্তু সত্য উদঘাটনের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এটা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্ব কোনো কাল্পনিক কথা নয় বরং এটা চির সত্য। এই সত্যকে অহংকারী ছাড়া আর কেউ কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করতে পারে না।

২২. বুখারী ৮/২১২, হা/৩২৯২, মুসলিম ১৫/১২০, হা/২২৬১।
২৩. বুখারী ৩/২৮, মুসলিম ৬/৬৪।
২৪. সহীহ বুখারী ১২/২৮৩, সহীহ মুসলিম ১৫/১৬।
২৫. মুসলিম মাশা. হা/৭৬৮৩।

অর্থাৎ মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমাদের নিকট সত্য সমাগত হওয়ার পরেও তোমরা কি বলতে চাও, এটা কি জাদু? বস্তুত জাদুকররা সফলকাম হতে পারবেনা।[২৭]

(৩) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমরা যা নিয়ে এসেছো, তা সব কিছু জাদু। আল্লাহ অচিরেই তা বাতিল করে দিবেন। আল্লাহ্ দুরাচারদের কর্ম সংশোধন করেন না। আল্লাহ্ স্বীয় বাণীর দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন যদিও পাপিগণ তা অপছন্দ করে।[২৮]

(৪) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوْسٰى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

অর্থাৎ তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অন্তরে ভয় অনুভব করলেন। আমি বললাম, ভীত হবে না, তুমিই প্রবল। তুমি নিক্ষেপ কর তোমার দক্ষিণ হস্তে যা কিছু রয়েছে। তারা যা কিছু সাজিয়েছে, সে সব কিছুকেই গ্রাস করে নিবে। তারা যা কিছু করেছে তা জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকররা যেখান হতেই আসুক না কেন তারা সফলকাম হতে পারবেনা।[২৯]

(৫) মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسٰى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ - وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ - قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ - رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ﴾

---

২৭. সূরা ইউনুস-১০:৭৭।
২৮. সূরা ইউনুস-১০:৮১-৮২।
২৯. সূরাহ ত্বা-হা-২০:৬৭-৬৮-৬৯।

হাদীস হতে কতিপয় প্রমাণ

(১) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) বলেন, বানী যুরাইক নামক গোত্রের এক ইয়াহুদী ব্যক্তি (যার নাম লাবীদ বিন আসাম) রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জাদু করে দিয়েছিল। যাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধারণা হতো যে, তিনি অমুক কাজটি করেছেন, অথচ তিনি তা করেননি। এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ করে এক রাত্রে তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট ছিলেন এবং বার বার মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি যে, মহান আল্লাহ্ আমার দু'আ কবুল করেছেন। (ঘটনা এই যে,) আমার নিকট দুই ব্যক্তি এসেছিল, যাদের একজন আমার মাথার এবং অপরজন আমার পায়ের নিকট বসে গেল। অতঃপর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল, এই ব্যক্তির কী হয়েছে? তখন অপরজন বলল, একে জাদু করা হয়েছে। কে জাদু করেছে? লাবীদ বিন আসাম জাদু করেছে। কোনো বস্তুতে জাদু করেছে? বলল, চিরুনী, চুল এবং খেজুর গাছের ডগায়। যেই বস্তুতে জাদু করা হয়েছে, তা কোথায়? বলল, যারওয়ান নামক কুয়ায়। সুতরাং রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতিপয় সাহাবীগণের সঙ্গে উক্ত কুয়ার কাছে গেলেন (জাদুকৃত বস্তু বের করলেন)। অতঃপর ফিরে এসে বললেন, হে আয়েশা! সেই কুয়ার পানি ভীষণ লাল আকার ধারণ করেছিল এবং খেজুরের ডগাটি এমন মনে হচ্ছিল, যেন তা শয়তানের মাথা (অর্থাৎ অত্যন্ত কুৎসিত ছিল)

আমি বললাম হে আল্লাহ রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কি জাদুটি কুয়া থেকে বের করলেন? তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, মহান আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। সুতরাং আমি চাই না যে, মানুষ কোনো বিপদে বা কোনো ফিতনায় নিমজ্জিত হোক। তারপর তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটাকে বের করার আদেশ দিলেন। পরে সেটা মাটিতে দাফন করে দেওয়া হলো।[৩৩]

---

৩৩. সহীহ বুখারী ১০/২২২, হা/৬০৬৩, ৬৩৯১, মুসলিম ১৪/১৭৪, হা/২১৮৯।

উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

অভিশপ্ত ইহুদীরা লাবীদ বিন আসামের (তাদের মধ্যে বড়ো জাদুকর ছিল) সাথে চুক্তি করেছিল যে, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর জাদু করবে, যার বিনিময়ে তাকে তিন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দেওয়া হবে। সুতরাং এই হতভাগা এইভাবে জাদু করল যে, একটি বালিকা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাড়ি যাতায়াত করত। তার দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকটি চুল মুবারক সংগ্রহ করে তাতে জাদু করে এবং তা যারওয়ান নামক কুয়ার রেখে দেয়।

উপরিউক্ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাসমূহ একত্রিত করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই জাদুটি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিবিদের নিকটবর্তী হওয়া থেকে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তাই তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি কোনো স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবেন। অতঃপর যখন নিকটবর্তী হতেন, তখন তাতে সক্ষম হতেন না।

উক্ত জাদুর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর এই প্রতিক্রিয়াই ছিল মাত্র। এছাড়া তাঁর বিবেক ও কার্যক্রম জাদুর প্রভাব হতে মুক্ত ছিল।

উক্ত জাদুর সময়সীমা সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ তা চল্লিশ দিন এবং কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে মহান আল্লাহই ভালো জানেন যে, সঠিক সময়সীমা কত ছিল।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান আল্লাহর দরবারে বার বার দু'আ করতেন। সুতরাং তাঁর দু'আ গৃহীত হয় এবং দুই জন ফেরেশতা তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। যাদের একটি কথোপকথন হয় (যা পূর্বে উল্লিখিত) যার দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞাত হন যে, তাঁকে জাদু করেছে? কোনো বস্তুতে করা হয়েছে এবং তা বর্তমানে কোথায় আছে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যেই ধরনের জাদু করা হয়েছিল তা ছিল মারাত্মক ধরনের জাদু। এর দ্বারা ইহুদীদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে হত্যা করা কিন্তু পরম দয়াময় তাঁর সুরক্ষা করেন। তার প্রতিক্রিয়া এতোটুকু হয় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হয়েছে, তাতে একথা সুস্পষ্ট বিদ্যমান যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) কেও জাদুকরদের জাদুর কারণে মনে হচ্ছিল যে, তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিসমূহ সাপের আকার ধারণ করে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে দৃঢ় থাকার ও ভীত না হওয়ার জন্য তাকীদ করেন। এরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى - وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى - فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى﴾

অর্থাৎ আমি বললাম, ভীত হবে না, তুমিই তো প্রবল। তুমি নিক্ষেপ করো তোমার ডান হস্তে যা রয়েছে। তারা যা কিছু সাজিয়েছে, তা সব কিছুকেই গ্রাস করে নেবে। তারা যা কিছু করেছে, তা জাদুর কৌশল। আর জাদুকররা যেখান থেকেই আসুক না কেন, তারা সফলকাম হতে পারবেনা শেষ পর্যন্ত জাদুকররা সাজদায় পড়ে বলল, আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি ঈমান পোষণ করলাম।[৩৫]

কিন্তু মূসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে কেউ একথা বলেনি যে, জাদুকরদের জাদুর কারণে তাঁর যে ধারণা হচ্ছিল, তা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদায় কোনো ত্রুটি ছিল। সুতরাং মূসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্য যদি ত্রুটির কারণ না হয়, তাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর যে, জাদুর প্রভাব হয়েছিল, তাও কোনো রকম ত্রুটির কারণ হতে পারে না। কারণ এই ধরনের রোগের নবীগণ রোগাক্রান্ত হতে পারেন। যাতে তাঁদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ্ তাঁদের শত্রুদের ওপর জয়ী করেন, মু'জেযাসমূহ (অলৌকিক ঘটনাবলী) দান করেন, জাদুকর ও কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন এবং সৎ কর্মশীলদের জন্য উত্তম পরিণতি নির্দিষ্ট করে দেন।

(২) আবু হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

৩৫. সূরাহ ত্বা-হা-২০:৬৮-৭০।

(৪) ইমরান বিন হুসাইন হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, সে অলক্ষ্মী বা কূলক্ষণ নির্ণয় করল অথবা তার জন্য কূলক্ষণ নির্ণয় করা হলো এবং যে ব্যক্তি গায়েব (অদৃশ্যের কথা) জানবার দাবি করল অথবা তার দাবিদার ব্যক্তির সাহায্য করল অথবা তার জন্য জাদু করা হলো। আর যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট গিয়ে সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস করল, সে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল (কাফির হয়ে গেল)।[৩৯]

(৫) আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعٌ"

মদ্য পানকারী, জাদুর প্রতি বিশ্বাসী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৪০]

উক্ত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করলেন যে, জাদু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রত্যেক মু'মিন মুসলিমের এই মৌলিক বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, জাদু বা অন্য কোনো বস্তু বা বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে-

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾

অর্থাৎ তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তার দ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারে না।[৪১]

(৬) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা) বলেন,

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»

যে ব্যক্তি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান লাভের দাবিদার ব্যক্তির নিকট বা জাদুকরের নিকট অথবা জ্যোতিষীর নিকট গিয়ে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং সে যা বলে, তার প্রতি বিশ্বাস করল, তবে সে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকার করল।[৪২]

---

৩৯. মাজমা উয্‌যাওয়াইদ-৫/২০, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারনী, হা/৩৫৫, হাদীসটিকে হাসান।

৪০. ইবনে হিব্বান বি তারতীবে ইবনু বুলবান হা/৬১৩৭, মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৭২৪৮, হাসান।

৪১. সূরাহ্‌ আল বাক্বারাহ্‌-২:১০২।

৪২. তারগীব ও তারহীব ৪/৫৩, ইমাম বায্‌যার হা/১৯৩১, জা'মে মা'মার বিন রাশাদ হা/২০৩৪৮, আর ইয়া'লা হা/৫৪০৮, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারনী, হা/১০০০৫, হাদীসটির সনদ উত্তম।

অর্থাৎ তাদের জাদুর প্রভাবে তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাঁর (মূসার) ধারণায় এরূপ মনে হতে লাগল যে, সেগুলো ছুটোছুটি করছে।[৪৫]

একথা বলেননি যে, সত্যিকার সেসব ছুটোছুটি করছিল। বরং তাঁর ধারণায় এটা মনে হচ্ছিল। অনুরূপ ভাবে এরশাদ করেছেন,

﴿سَحَرُوْا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾

অর্থাৎ তারা লোকেদের চক্ষুগুলোকে জাদুর দ্বারা সম্মোহিত করল।[৪৬]

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) আরো বলেন যে, উপরিউক্ত আয়াত সমূহের মু'তাযিলা ও অন্যান্যদের কোনো দলীল প্রমাণ নেই। কারণ, একথা আমরা অস্বীকার করি না যে, কোনো ব্যক্তির অন্তরে ধারণা উদ্রেক জাদুরই অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারাও জাদুর বাস্তবতা প্রমাণিত। যার কয়েকটি দলীল নিম্নে বর্ণিত হলো-

⇨ (ক)

﴿ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ তারা ঐ গ্রন্থের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানগণ আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেননি। বরং শয়তানরাই

৪৫. সূরাহ ত্বা-হা-২০:৬৬।
৪৬. সূরাহ্ আল্ আ'রাফ-৭:১১৬।